মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৭৭৯

পর্ব-২৫: শিষ্টাচার (كتاب الآداب)

পরিচ্ছেদঃ ৮. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - নাম রাখা

আরবী

وَفِي رِوَايَةٍ
مُنْقَطِعًا قَالَ: لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وحْدَه «. رَوَاهُ فِي»
شرح السّنة

বাংলা

৪৭৭৯-[৩০] অপর এক বর্ণনায় مُنْقَطِعْ হিসেবে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''যা কিছু আল্লাহ তা'আলা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চান'' বলবে না; বরং শুধু এতটুকু বলবে, ''যা কিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা চান''। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ৮৮৯১, ইবনু মাজাহ ২১১৪, দারিমী ২৬৯৯, আল আহাদীসুল মুখতারাহ্ ১৫৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৮১৩৭, সুনানুন্ নাসায়ী আল কুবরা ১০৮২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭২৫, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ৪৩৫৫, মুসনাদে আহমাদ ২০৬৯৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক ১৯৮১৩, মা'আরিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ১৭৭৭৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে واو আত্বফ দ্বারা বর্ণনা করা যাবে না বরং ثم হরফে আত্বফ 'আল্লাহ' শব্দের পরে উল্লেখ করতে হবে তাহলে শির্ক হবে না অথবা 'আল্লাহ' শব্দের পরে وحده শব্দ উল্লেখ করতে হবে তাহলেও শির্ক হতে মুক্ত থাকা যাবে। যেমন (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) বলা যাবে না বরং বলতে হবে مَا شَاءَ اللهُ وحْدَهُ অথবা বলা যাবে (مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ)। যদি কেউ বলে (مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ) তা শির্কে জালী হবে অর্থাৎ স্পষ্ট শির্ক হবে। এ বর্ণনাটি শারহুস্ সুন্নাহ্-এর মধ্যে রয়েছে। অন্য রিওয়ায়াত অনুযায়ী ماشاء الله ثم شاء فلان বলা যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ) [সম্পাদক]

শিক্ষা : ماشاء الله وشاء فلان এবং مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ বললে শির্ক হবে এবং أو ماشاء الله ثم شاء فلان محمد বললে শির্ক হবে না।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75503

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন